উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
www.nbr.gov.bd

সম্মানিত করদাতাদের জন্য জরুরি তথ্য: ০১

২০১৭-২০১৮ করবছরে ব্যক্তি-করদাতার আয়কর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

কে আয়কর দিবেন

সাধারণভাবে, একজন ব্যক্তি-করদাতার মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অর্থাৎ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিক্রম করলে তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে। তবে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা যথাক্রমে ৩ লক্ষ, ৪ লক্ষ এবং ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

আয়করের জন্য কোথায় এবং কিভাবে নিবন্ধন করতে হয়

১২-ডিজিট টিআইএন গ্রহণ খুব সহজ। www.incometax.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে অল্প সময়ে যে কেউ নিজের ১২-ডিজিট টিআইএন গ্রহণ করতে পারেন। আয়কর বিভাগের বিভিন্ন সার্কেল অফিস এবং কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে টিআইএন নেয়া যায়। এছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমেও ১২-ডিজিট টিআইএন (e-TIN) গ্রহণ করা যায়।

কে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন

(ক) যদি আয় বছরে করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে;

(খ) আয় বছরের পূর্ববর্তী তিন বছরের যে কোন বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;

(গ) করদাতা যদি-

- (১) কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার employee হন;
- (২) কোন ফার্মের অংশীদার হন;
- (৩) সরকার অথবা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের বা প্রচলিত কোন আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সত্তা বা ইউনিটের কর্মচারী (employee) হয়ে আয় বছরের যে কোন সময় ১৬,০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন আহরণ করে থাকেন;
- (৪) কোন ব্যবসায় বা পেশায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) বেতনভোগী কর্মী (employee) হন;

(ঘ) আয় বছরে করদাতার আয় কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য হয়ে থাকে;

(ঙ) যদি আয় বছরের কোন এক সময়ে নিম্নবর্ণিত শর্তের যে কোনটি করদাতার জন্য প্রযোজ্য হয়-

- (১) মোটর গাড়ির মালিকানা থাকা (মোটর গাড়ি বলতে জীপ বা মাইক্রোবাসকেও বুঝাবে);
- (২) মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ক্লাবের সদস্যপদ থাকা;
- (৩) কোন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে কোন ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা;
- (৪) চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসেবে কোন স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার নিবন্ধন থাকা;
- (৫) আয়কর পেশাজীবী (income tax practioner) হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিবন্ধন থাকা;
- (৬) কোন বণিক বা শিল্প বিষয়ক চেম্বার বা ব্যবসায়িক সংঘ বা সংস্থার সদস্যপদ থাকা;
- (৭) কোন পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের কোন পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হওয়া;
- (৮) কোন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোন স্থানীয় সরকারের কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করা;
- (৯) কোন কোম্পানীর বা কোন গ্রুপ অব কোম্পানীজের পরিচালনা পর্ষদে থাকা।

রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়

সকল আয়কর অফিসে আয়কর রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট www.nbr.gov.bd থেকেও রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য।

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

ব্যক্তি-করদাতাকে Tax Day (কর দিবস) এর মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। ২০১৭-২০১৮ কর বছরের জন্য ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ হচ্ছে কর দিবস, অর্থাৎ রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ। একজন ব্যক্তি-করদাতা ১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ কর বছরের রিটার্ন দাখিল করবেন।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

প্রত্যেক শ্রেণীর করদাতার রিটার্ন দাখিলের জন্য আয়কর সার্কেল নির্দিষ্ট করা আছে। পুরোনো করদাতাগণ তাদের বর্তমান সার্কেলে রিটার্ন জমা দেবেন। নতুন করদাতাগণ তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। করদাতাগণ প্রয়োজনে নিকটস্থ আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিতে পারেন। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করা যায়।

রিটার্ন দাখিল না করলে কি হয়

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করা হলে জরিমানা ও বিলম্ব সুদ আরোপযোগ্য। এছাড়া, রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতায় এক বছর পর্যন্ত জেল অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড আরোপের বিধান রয়েছে।

আয়কর অফিস কি সহযোগিতা দিয়ে থাকে

আয়কর অফিস হতে আয়কর সংক্রান্ত সকল সেবা যেমন, টিআইএন রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন দাখিলসহ আয়কর সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ, আয়কর রিটার্ন ফরমসহ সকল প্রকার ফরম সরবরাহ, দাখিলকৃত রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, ফি পরিশোধ সাপেক্ষে দাখিলকৃত রিটার্নের অবিকল নকল, প্রাপ্য আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

কর দিলে ভবিষ্যতে কোন বিড়ম্বনার সম্ভাবনা আছে কি-না

আয়কর প্রদান একজন নাগরিকের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। একজন করদাতা যথাযথ আয় প্রদর্শনপূর্বক কর পরিশোধ করলে ভবিষ্যতে কোন বিড়ম্বনার সম্ভাবনা নেই। বরং তিনি দেশের উন্নয়নের একজন গর্বিত অংশীদার হবেন।

কর দিলে কি লাভ

রাজস্ব হচ্ছে উন্নয়নের অক্সিজেন। করের টাকায় সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। দেশের নিরাপত্তা, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যয় হয়। যার সুফল আমরা ভোগ করি, আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগ করবে। তাই আসুন, সবাই সময়মতো কর দেই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

Find us on Facebook

www.facebook.com/NationalBoardOfRevenue.BD

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

সবাই মিলে দিব কর
দেশ হবে স্বনির্ভর